সায়েন্স ফিকশন

প্রজেক্ট নিটিরো

উৎসর্গ

আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ফাইয়াজ এবং ইয়ামিনের মতো
জুলাই বিপ্লবের অসংখ্য শহিদ, শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত,
পঙ্গুত্ববরণকারী এবং জীবিত
অসীম সাহসী বীর ছাত্র-জনতার উদ্দেশে

এক

'আপনি আজও এসেছেন?'

পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথায় অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে নায়লা বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, 'জি।'

'বলেছি তো, কষ্ট করে আসার দরকার নেই! আপনার স্বামীর খোঁজ পেলে আমরাই আপনাকে জানিয়ে দেব।' ইন্সপেক্টর তার চেয়ারে বসতে বসতে নায়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার মোবাইল নম্বর তো আমাদের কাছে আছেই।'

নায়লা ইতস্তত করে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'প্রায় তিন মাস হয়ে গেছে, মানুষটার...কোনো...খোঁজ নেই...!'

পুলিশ ইন্সপেক্টর তার বিরক্তি লুকিয়ে কণ্ঠটাকে স্বাভাবিক রেখে বললেন, 'আমরা তো চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছিনে।'

নায়লা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'জানি।'

এ সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর সমবেদনার সুরে বললেন, 'আমরা আপনার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু...কী করব! সমস্ত সোর্স লাগিয়েও এখনো তার কোনো ট্রেস করতে পারিনি। মানুষটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন!' তিনি একটু থেমে কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বললেন, 'আমরা হাল ছাড়িনি! চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কোনো খবর পেলেই আপনাকে সেটা জানিয়ে দেব।'

নায়লা হতাশ। সে কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না। তারপরও প্রায়ই সে থানায় আসে, খোঁজ নেয়। সে জানে, এসেও কোনো লাভ নেই। তবুও আসে। এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। তিন মাস এভাবেই সে বিভিন্ন জায়গায় পাগলের মতো বিকিকে খুঁজে ফিরছে। কিন্তু, এখনো সে তার কোনো খোঁজ পায়নি! মানুষটা যে কোথায় হারিয়ে গেল! এরই মধ্যে তিন মাস সময় পার হয়ে গেছে। এই তিন মাস, নায়লার কাছে যেন ত্রিশ বছর! এ সময়ে হঠাৎ করেই যেন নায়লার বয়স অনেকটাই বেড়ে গেছে। আজকাল তার চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়। একটু হাঁটলেই বুক ধড়ফড় করে। মাথা ঘুরে ওঠে। নায়লা চেয়ার ছেড়ে সাবধানে উঠে দাঁড়ায়। তারপর পুলিশ ইন্সপেক্টরের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'আমি তা হলে যাই।'

'আচ্ছা' পুলিশ ইন্সপেক্টর হাতের কাজ করতে করতে মুখ তুলে কথাটা বললেন। নায়লা বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর তাকে পিছু ডেকে বললেন, 'মিজ নায়লা।'

নায়লা ঘুরে দাঁড়াতেই পুলিশ ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনি একটা কাজ করতে পারেন।'

'কী কাজ?'

'আপনার স্বামীর অফিসে যেয়ে তার কলিগ বা বন্ধুদের সাথে আলাপ করে দেখতে পারেন।'

পুলিশ ইন্সপেক্টরের কথা শুনে নায়লা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আলাপ করেছি, তারা কিছুই বলতে পারেন না।'

'আবারও যান। আলাপ করুন। দেখুন কোনো ক্লু পান কি না।'

'আপনারা তো চেষ্টা করেছেন?'

'করেছি, কিন্তু...!' পুলিশ ইন্সপেক্টর একটু থেমে বললেন, 'আমাদের সাথে কেউ মনখুলে কথা বলতে চায় না। তাদের ধারণা, পুলিশের সাথে কথা বলে আবার না জানি কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন!'

নায়লা তখন উদাস ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি বলছেন যখন, আবারও যাব।'

এ সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর বললেন, 'কোনো নতুন তথ্য পেলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন।'

'আচ্ছা' সম্মতিসূচক কথাটা বলে নায়লা থানা থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর প্রতিদিনের মতো উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করল। এ সময় তার সাথে মি. নিকোলির দেখা হয়ে গেল। মি. নিকোলি বিকির কলিগ। তারা একই অফিসে কাজ করলেও তাদের মধ্যে তেমন কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে, বিকি নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তিনি কয়েকবার তাদের বাসায় গিয়েছেন। ওই সময় তার সাথে পরিচয়। তিনি অত্যন্ত আন্তরিক। পথে কখনো তার সাথে দেখা হলে, তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে বিকির খোঁজখবর নেন। আজও তিনি তাকে দেখা মাত্রই কাছে এগিয়ে এসে আন্তরিক কণ্ঠে বললেন, 'মিজ বিকি না?'

নায়লা নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তারদিকে চেয়ে বলল, 'জি।'

'তা এদিকে কোথায় এসেছিলেন?'

নায়লা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'থানায়।'

'মি. বিকির কোনো খোঁজ পেলেন?'

'নাহ!'

মি. নিকোলি নায়লার কথা শুনে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আনমনে বললেন, 'আমরাও তাকে অনেক খুঁজেছি...।' এ পর্যন্ত বলে তিনি আবারও একটু থামলেন, চিন্তিত মুখে স্বগতোক্তি করে বললেন, 'একটা জলজ্যান্ত মানুষ কীভাবে এমন করে উধাও হয়ে যেতে পারে, ভাবতে পারি না!'

নায়লা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কিছু বলে না। তখন মি. নিকোলি বললেন, 'দুর্ঘটনা ঘটলে, হসপিটালে নিশ্চয়ই তার খোঁজ মিলত। শহরের সব হসপিটালে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, কোনো তথ্য

পাওয়া যায়নি!' তিনি থেমে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মানুষটা যেন ভোঁজ বাজির মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!'

নায়লা ক্লান্ত! এসব কথা সে আর শুনতে চায় না। অনেক শুনেছে। তার আর ভালো লাগে না! কারো সমবেদনা তার প্রয়োজন নেই। সে শুধু বিকির খোঁজ চায়। তার ভেতর সব সময় একটা অস্থিরতা কাজ করে। বেশিক্ষণ এক জায়গায় সে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। তাই মি. নিকোলির দিকে চেয়ে সে ভদ্রতা করে বলল, 'আমি এখন যাই।'

'যাবেন?'

নায়লা ইতস্তত করে বলল, 'আর কিছু বলতে চান?'

মি. নিকোলি চিন্তিত মুখে বললেন, 'নাহ, তেমন কিছু না। তবে...'

'তবে...কী?' নায়লা মি. নিকোলির দিকে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে। তখন মি. নিকোলি বললেন, 'আমার মনে হয়...।'

নায়লা আগ্রহ নিয়ে বলল, 'কী মনে হয়?'

'মি. বিকি বেঁচে আছেন।'

'বিকি বেঁচে আছে?' নায়লা চমকে উঠে বলল, 'কোথায় সে?'

নায়লার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মি. নিকোলি তার ভুল বুঝতে পারেন। তার কথাটা এভাবে বলা ঠিক হয়নি। তখন তিনি ইতস্তত করে বললেন, 'এটা আমার ধারণা।'

'আপনার ধারণা?' নায়লা নিজেকে সামলে নিয়ে হতাশ কণ্ঠে বলল, 'আপনার এমন ধারণার পিছনে কারণটা কী?'

মি. নিকোলি নায়লার প্রশ্নে বিব্রত বোধ করলেন। তারপর ইতস্তত করে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, মি. বিকি বেঁচে আছেন। তিনি নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসবেন!'

'সেটা...কবে?' নায়লা বিহ্বল কণ্ঠে বলল, 'তিন মাস... হয়ে গেছে, আর... কবে... ফিরবে!'

মি. নিকোলি উদাস কণ্ঠে বললেন, 'ফিরবেন, নিশ্চয়ই ফিরবেন!'

মি. নিকোলির কথায় নায়লা কোনো ভরসা পেল না। তবুও সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মিনতি করে তাকে বলল, 'আপনি কিছু জানলে, আমাকে সব খুলে বলুন, প্লিজ!' তারপর সে মি. নিকোলির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ওকে কী কেউ আটকে রেখেছে?'

মি. নিকোলি নায়লার এ কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই সে কোথাও আটকে পড়েছে। তা না হলে, এতদিন তো তার ফিরে আসার কথা!'

'কোথায় আটকে পড়েছে?'

'জানি না! তবে...'

'তবে, কী?'

মি. নিকোলি ইতস্তত করে বললেন, 'হতে পারে তিনি এমন কোনো জায়গায় আটকা পড়েছেন, সেখান থেকে তিনি ইচ্ছা করলেও ফিরতে পারছেন না।'

'তার মানে?'

মি. নিকোলি বললেন, 'এ পৃথিবী বড়োই রহস্যময়! তার চেয়েও রহস্যময় এ বিশ্বজগৎ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কতটুকুই বা আমরা জানি!'

'আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন?' নায়লা অধৈর্য হয়ে বলল, 'প্লিজ, হেঁয়ালি না করে খোলাখুলি করে সব আমাকে বলুন।'

মি. নিকোলি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তখন নায়লা তাকে থামিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'ওকে কি কেউ কিডন্যাপ করেছে?' কথাটা বলে সে ব্যাকুল হয়ে মি. নিকোলির মুখের দিকে চেয়ে রইল। মি. নিকোলি কী বলবেন ভাবছেন। তখন নায়লা আবারও বলল, 'তারা কারা? কী চায়?'

মি. নিকোলি বিভ্রান্ত! তিনি মনঃকষ্টে ভারাক্রান্ত মিজ বিকির এ প্রশ্নে জবাব কীভাবে দেবেন সেটা ভাবতে লাগলেন। এ সময় নায়লা ব্যাকুল হয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, 'যতো টাকা লাগে, আমি দিতে রাজি! শুধু টাকা না, আমার যা কিছু আছে, সব কিছুই দিয়ে দেব! আপনি শুধু বিকিকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করুন!'

মি. নিকোলি এ সময় নায়লাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে বললেন, 'শান্ত হোন মিজ বিকি! আমি শুধু আমার ধারণার কথাই বলেছি। আসলে তিনি কোথায়, কীভাবে আছেন, আমি সত্যিই জানি না!'

নায়লা হতাশ কণ্ঠে বলল, 'এটা শুধুই আপনার ধারণা?'

'হ্যাঁ' মি. নিকোলি বললেন, 'মি. বিকির ডেডবডি যেহেতু এখনো কোথাও পাওয়া যায়নি, তাই আমার ধারণা, তিনি যেখানেই থাকুন, বেঁচে আছেন।'

নায়লা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। প্রচণ্ড এক আবেগ তার কণ্ঠ রোধ করে ফেলে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। সে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একসময় নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপনার কথাই যেন সত্য হয়!'

মি. নিকোলিও নায়লার অবস্থা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন। তিনিও মন খারাপ করা কণ্ঠে বললেন, 'দেখবেন, আমার কথাই সত্য হবে।' তিনি একটু থেমে বললেন, 'আমার মন বলছে, মি. বিকি বেঁচে আছেন!'

নায়লা বলল, 'তা হলে সে ফিরছে না কেন?'

মি. নিকোলি নায়লার কথায় গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখুন, মিজ নায়লা! সেটা আমি সঠিকভাবে বলতে পারছি না। তবে, আমার অনুমান ভুল নয়, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত!'

নায়লা অবাক হয়ে বলল, 'আপনি এতটা নিশ্চিত কীভাবে হচ্ছেন?'

মি. নিকোলি দ্বিধান্বিত! তার ধারণা, তার অনুমানই সঠিক। তার মন বলছে—মি. বিকি বেঁচে আছেন। কিন্তু এ কথাটা তিনি মিজ বিকিকে কীভাবে বুঝাবেন! তিনি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। কারণ, তার ধারণার পিছনে কোনো শক্ত ভিত্তি বা যুক্তি নেই। ধারণাটা সত্য হতেও পারে, আবার না-ও পারে। তবুও তিনি মিজ বিকিকে তার ধারণার কথাটা বলতে চান। কারণ এ পরিবারটার প্রতি তার কেমন যেন মায়া জন্মে গেছে। তিনি তাদেরকে সাহায্য করতে চান। কিন্তু সেটা কীভাবে

করবেন, বুঝতে পারছেন না! আশা মানুষকে এ পৃথিবীতে টিকে থাকতে সাহায্য করে। বাঁচার প্রেরণা জোগায়। সেদিন তার কলিগ মিজ ব্রাউনির সাথে এলিয়ন, প্যারালাল ইউনিভার্স এবং পৃথিবীর ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। তিনি কথা প্রসঙ্গে তাকে বলেছিলেন, 'মি. বিকি হয়তো ঘূর্ণায়মান কোনো ব্ল্যাকহোলে পড়ে পথ হারিয়েছেন। হয়তো চলে গিয়েছেন, ভিন্ন কোনো ইউনিভার্সে। নতুবা এলিয়নরা তাকে গবেষণার জন্য মানুষের নমুনা হিসেবে তুলে নিয়ে গেছে।' এ কথাগুলো শোনার পর থেকে তার মনে, কেন জানি বিশ্বাস জন্মেছে, মি. বিকি বেঁচে আছেন। তিনি রহস্যময় এ পৃথিবী অথবা পৃথিবীর বাইরের অসীম রহস্যময়তার কোনো জগতে হয়তো আটকে পড়েছেন! ফিরতে পারছেন না! কথাগুলো নিছক তার ধারণা, মনের বিশ্বাস অথবা অনুমান। তবুও তো এ নিরাশার মধ্যে ক্ষীণ হলেও একটা আশার আলো দেখা যায়। মানুষ আশায় বেঁচে থাকে। এ কথাগুলো হয়তো মিজ বিকিকে আশায় বুক বাঁধতে সাহায্য করবে। কিন্তু কীভাবে তিনি এ জটিল, অবিশ্বাস্য কথাগুলো মিজ বিকিকে বলবেন, সেটা ভেবে পাচ্ছেন না। মি. নিকোলিকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে নায়লা বলল, 'কিছু বলছেন না, যে?'

মি. নিকোলি এ সময় ইতস্তত করে বললেন, 'আসলে, অনুমানটা ঠিক আমার নয়।'

নায়লা অবাক হয়ে বলল, 'তা হলে কার?'

'মিজ ব্রাউনির।'

'মিজ ব্রাউনি?'

'হ্যাঁ। তিনিই আপনাকে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দিতে পারবেন। আপনি বরং তার কাছে একবার যান।'

নায়লা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'মিজ ব্রাউনিকে কোথায় পাব?'

'অফিসে। উনিও আমাদের একজন কলিগ।' মি. নিকোলির মুখের কথা শেষ না হতেই নায়লা হন্‌হন্ করে বিকির অফিসের দিকে হাঁটা শুরু করল।

দুই

মিজ ব্রাউনি একটা মিনি হলরুমে সহকর্মীদের সাথে নতুন প্রজেক্ট 'নিটিরো' সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় সেখানে নায়লা এসে উপস্থিত হলো। তার উদ্‌ভ্রান্ত, এলোমেলো বেশ দেখে সেখানে উপস্থিত সবাই শঙ্কিত-উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকাল। মিজ বিকিকে যেন এখন আর চেনাই যায় না। তার শরীর-স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। চোখের নিচে কালি, মুখে বিষণ্নতার ছাপ! কিছুদিন আগে অফিসের এক পার্টিতে মিজ বিকি তার স্বামীর সাথে এসেছিলেন। সেই মিজ বিকি, আর আজকের মিজ বিকির মধ্যে কত ফারাক! তখন তার সৌন্দর্য ছিল চোখে পড়ার মতো! যেমন গড়ন, তেমন নজরকাড়া রূপ! সবার কত প্রশংসা! অনেকে বলছিলেন, মিজ বিকিকে ঘরের ছোট্ট পরিমণ্ডলে বন্দি করে রাখা উচিত নয়। তার উপযুক্ত জায়গা শোবিজ জগৎ। কলিগ বন্ধুদের এ সমস্ত আপত্তিকর কথায় মি. বিকি বিব্রত হলেও, মনে মনে হয়তো খুশিই হয়েছিলেন। তাদের সুখের সংসার ছিল। কিন্তু হঠাৎ-ই সেখানে চরম এক দুর্যোগ নেমে এলো, মি. বিকি হারিয়ে গেলেন! অবিশ্বাস্য ব্যাপার! যেদিন তিনি হারিয়ে যান, ওইদিনও স্বাভাবিক মানুষের মতো অফিস করেছিলেন। হাসিখুশি একটা মানুষ, এভাবে হঠাৎ যে হারিয়ে যাবে, এটা কেউ ভাবতেও পারেননি!

মি. বিকি জিনম কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি, প্রজেক্ট নিটিরোর অ্যাসোসিয়েট রিচার্সচার। মিজ ব্রাউনি তার আলোচনা বন্ধ করে নায়লার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বললেন, 'মিজ বিকি যে! ভেতরে আসুন।' তারপর চিন্তিত মুখে বললেন, 'আপনার স্বামীর কোনো খোঁজ পেলেন?'

নায়লা উদাস কণ্ঠে বলল, 'নাহ!'

মিজ ব্রাউনি এ সময় তার সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা এ বিষয় নিয়ে পরে কথা বলবো।' মিজ ব্রাউনির কথায় সেখানে উপস্থিত তার সব সহকর্মী একে একে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন তিনি মিজ বিকির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

নায়লা বসল না। দাঁড়িয়েই রইল। তখন মিজ ব্রাউনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'বলুন কী বলতে চান?'

নায়লা বলল, 'আমি বিকির বিষয়ে কথা বলতে এসেছি।'

'বলুন?'

নায়লা ইতস্তত করে বলল, 'পথে মি. নিকোলির সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে আপনার সাথে দেখা করতে বললেন?'

'কী বললেন?'

'আপনার কথা?'

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ।'

মিজ ব্রাউনি নায়লার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। মানুষটা দুঃখে-কষ্টে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তার কথাগুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে পড়েছে। তিনি তাকে সহযোগিতা করার জন্য আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'বলুন, কী বলেছেন?'

'বলেছেন...।' নায়লা বলতে যেয়েও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। আজকাল তার কথা বলতেও সমস্যা হচ্ছে। খেই হারিয়ে ফেলছে।

যেটা বলার কথা, সেটা না বলে অন্য বিষয় বলে ফেলছে। বারবারই এমনটা হচ্ছে। তাই সে একটু চিন্তা করে বলল, 'আপনি নাকি বিকির বিষয়ে অন্য কিছু ভাবছেন?'

মিজ ব্রাউনি নায়লার কথা বুঝতে পেরে ম্লান হেসে বললেন, 'ওটা আসলে আমার নিজস্ব একটা ভাবনা। এর পিছনে কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই।' তিনি একটু থেমে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখুন, মিজ বিকি! আমরাও মি. বিকির আকস্মিক এ অন্তর্ধানে ভীষণ চিন্তিত, উদ্বিগ্ন! কিছুতেই বিষয়টা মেনে নিতে পারছিনে।' কথাগুলো বলে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'মি. বিকি যেদিন হারিয়ে গেলেন, ওই দিন বিকেলেও অফিস ক্যান্টিনে কপি খেতে খেতে তার সাথে প্রজেক্ট নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আর কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার! পরের দিনই শুনি, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি হারিয়ে গেছেন! '

এ সময় নায়লা হঠাৎ করে বলল, 'বিকির হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া, এর সাথে আপনাদের প্রজেক্টের কি কোনো সম্পর্ক আছে?'

মিজ ব্রাউনি নায়লার কথাটা শুনে চমকে উঠলেন, কিন্তু সাথে সাথে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'এ কথার অর্থ?'

মিজ ব্রাউনি চিন্তিত মুখে বললেন, 'আপনি কি তার সহকর্মীদের কাউকে সন্দেহ করছেন?'

নায়লা আনমনে বলল, 'না... মানে!'

'আপনার কি ধারণা মি. বিকির নিখোঁজ হওয়ার পিছনে তার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ জড়িত?'

নায়লা এ সময় ইতস্তত করে বলল, 'আমি দুঃখিত! আমি আসলে বলতে চেয়েছি...।

'কী বলতে চেয়েছেন?'

'আমি বুঝাতে চেয়েছি, আপনাদের এ প্রজেক্টের বিষয়ে অন্য কেউ আগ্রহী থাকলে শত্রুতা করে তারা হয়তো একাজ করতে পারে!'